আমার বাংলা বই

প্রথম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

আমার বাংলা বই

প্রথম শ্রেণি

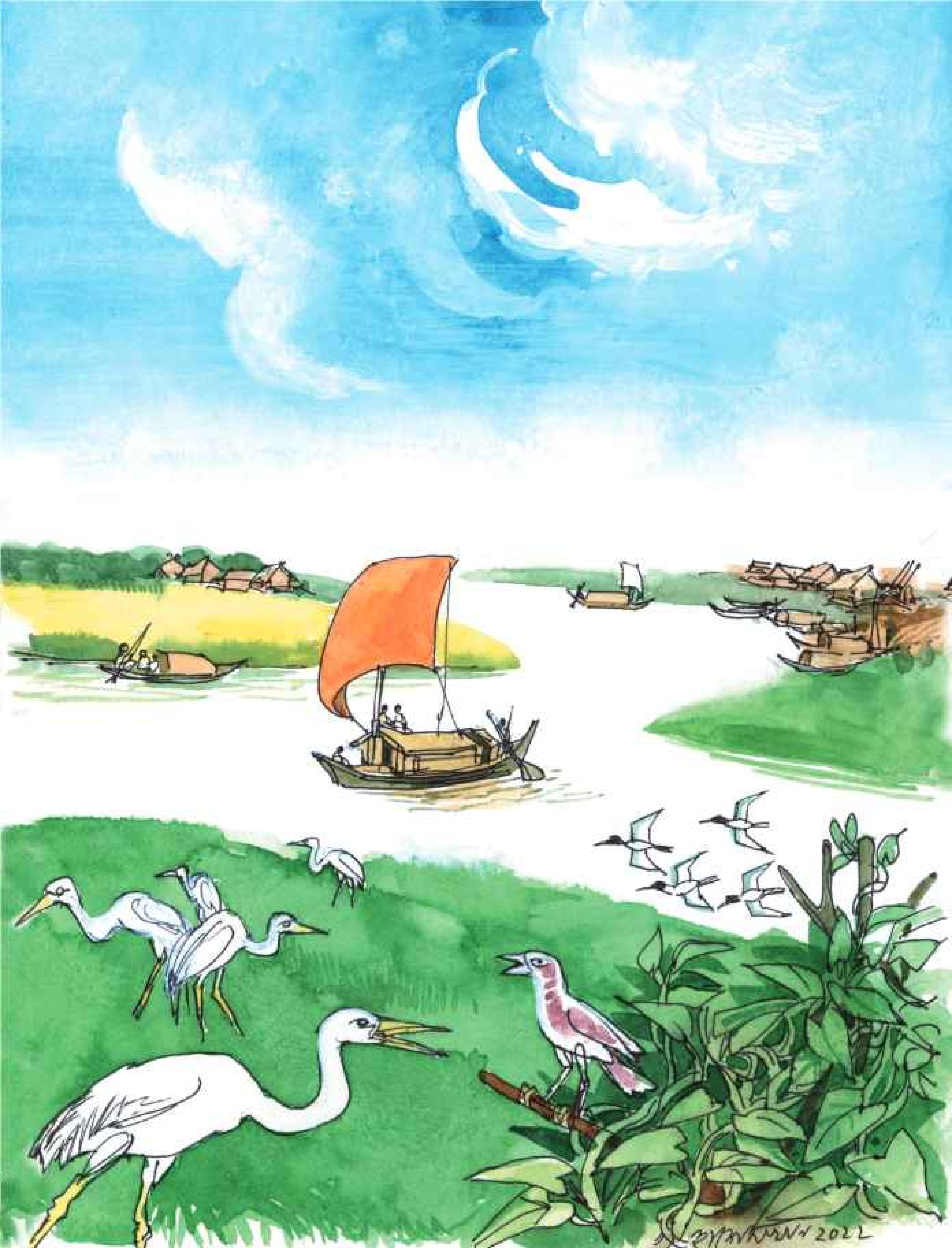

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

প্রথম শ্রেণি

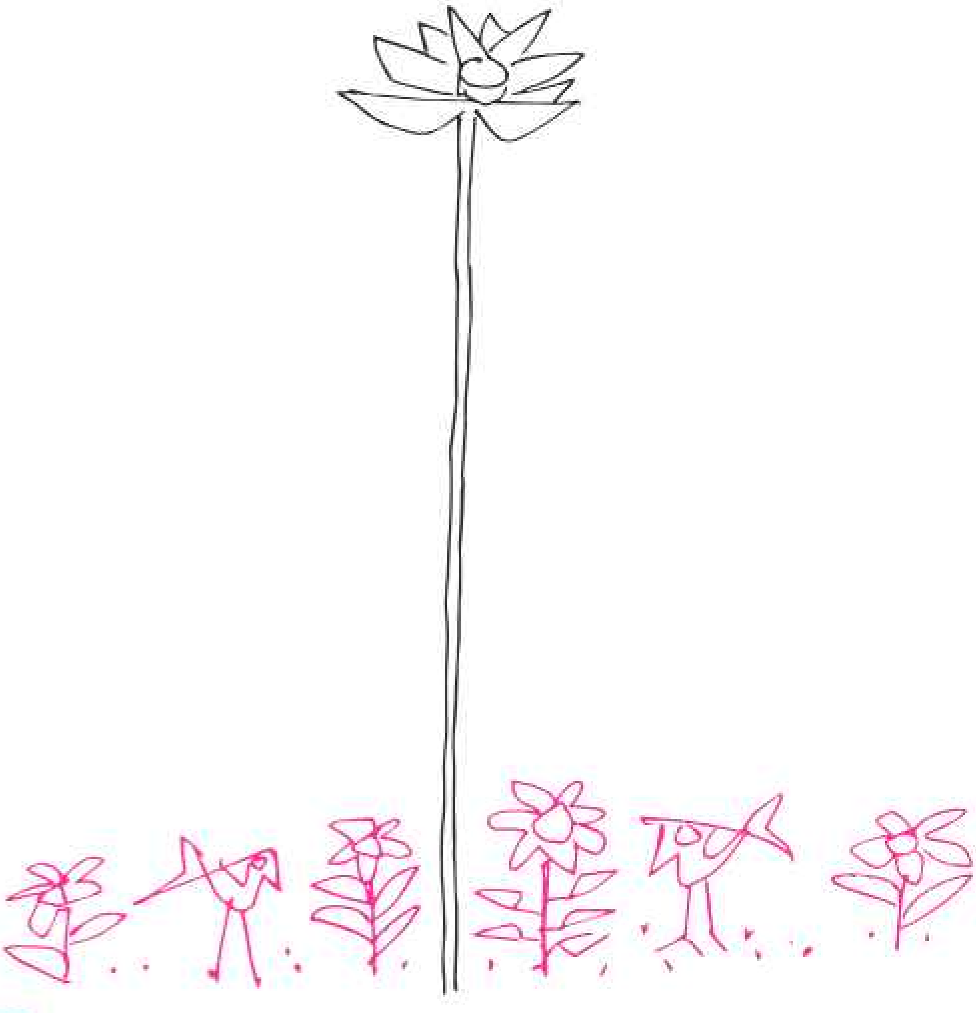

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

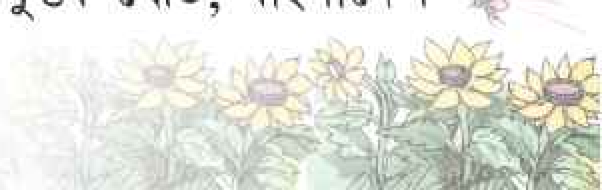

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ সংকলন ও রচনা

ড. শোয়াইব জিবরান
ড. সুমন সাজ্জাদ
ড. তারিক মনজুর
খুরশীদা আক্তার জাহান
মোহাঃ মোমিনুল হক

শিল্প নির্দেশনা ও চিত্রাঙ্কন

হাশেম খান

পরিমার্জিত সংস্করণের চিত্রাঙ্কন

সুজাউল আবেদীন

প্রথম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

বাংলা শুধু একটি পাঠ্যবিষয় নয়, বাংলা হলো শিক্ষার মাধ্যম। বাংলা ভাষাদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের অন্যান্য জগতে প্রবেশ করে। সে বিবেচনা থেকে প্রথম শ্রেণির বাংলা বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শুনি, বলি, পড়ি ও লিখি দক্ষতাগুলোর প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন রয়েছে। আশা করা যায়, প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত্তি মজবুত হবে এবং তা পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। দ্রুততার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধীজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আমার পরিচয়	১	২৮	ঋ-কার শিখি	৪০
২	এসো রং করি ও আঁকি	২	২৯	এ-কার ঐ-কার শিখি	৪১
৩	আমি ও আমার বিদ্যালয়	৩	৩০	বর্ণ শিখি : য র ল	৪২
৪	আমি ও আমার সহপাঠীরা	৪	৩১	ও-কার ঔ-কার শিখি	৪৪
৫	আঁকাআঁকি	৬	৩২	বর্ণ শিখি : শ ষ স হ	৪৫
৬	আমরা কী কী করি	৮	৩৩	বর্ণ শিখি : ড় ঢ় য় ৎ	৪৭
৭	আঁকাআঁকি	৯	৩৪	বর্ণ শিখি : ং ঃ ঁ	৪৯
৮	ছড়া	১১	৩৫	ছবি দেখি শব্দ বানাই	৫১
৯	বাঘ ও রাখাল	১২	৩৬	এসো পড়ি ও লিখি	৫২
১০	বর্ণ শিখি : অ আ	১৫	৩৭	এসো পড়ি ও লিখি	৫৩
১১	বর্ণ শিখি : ই ঈ	১৬	৩৮	এসো পড়ি ও লিখি	৫৪
১২	বর্ণ শিখি : উ ঊ	১৭	৩৯	ব্যঞ্জনবর্ণ	৫৫
১৩	বর্ণ শিখি : ঋ	১৮	৪০	মামার বাড়ি	৫৭
১৪	বর্ণ শিখি : এ ঐ	২০	৪১	তুলির ঘর	৫৯
১৫	বর্ণ শিখি : ও ঔ	২১	৪২	ভোর হলো	৬০
১৬	স্বরবর্ণ	২২	৪৩	পড়ি ও লিখি	৬১
১৭	ইতল বিতল	২৪	৪৪	যেতে যেতে পড়ি	৬৩
১৮	কারচিহ্ন দেখি	২৫	৪৫	সাত দিনের কথা	৬৫
১৯	বর্ণ শিখি : ক খ গ ঘ ঙ	২৬	৪৬	পিঁপড়া ও পায়রার গল্প	৬৭
২০	বর্ণ শিখি : চ ছ জ ঝ ঞ	২৮	৪৭	আজকের দিন	৬৮
২১	আ-কার শিখি	৩০	৪৮	ছুটি	৭০
২২	ই-কার ঈ-কার শিখি	৩১	৪৯	আমাদের দেশ	৭১
২৩	বর্ণ শিখি : ট ঠ ড ঢ ণ	৩২	৫০	মাছের রাজা	৭৩
২৪	বর্ণ শিখি : ত থ দ ধ ন	৩৪	৫১	সংখ্যা শিখি	৭৪
২৫	ট্রেন	৩৬	৫২	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	৭৭
২৬	বর্ণ শিখি : প ফ ব ভ ম	৩৭	৫৩	শব্দ নিয়ে খেলা	৭৯
২৭	উ-কার ঊ-কার শিখি	৩৯	৫৪	আমার ঠিকানা	৮০

পাঠ ১

আমার পরিচয়

আমার নাম ____________________

আমি প্রথম শ্রেণিতে পড়ি।

আমার রোল নম্বর ____________________

আমার বিদ্যালয়ের নাম ____________________

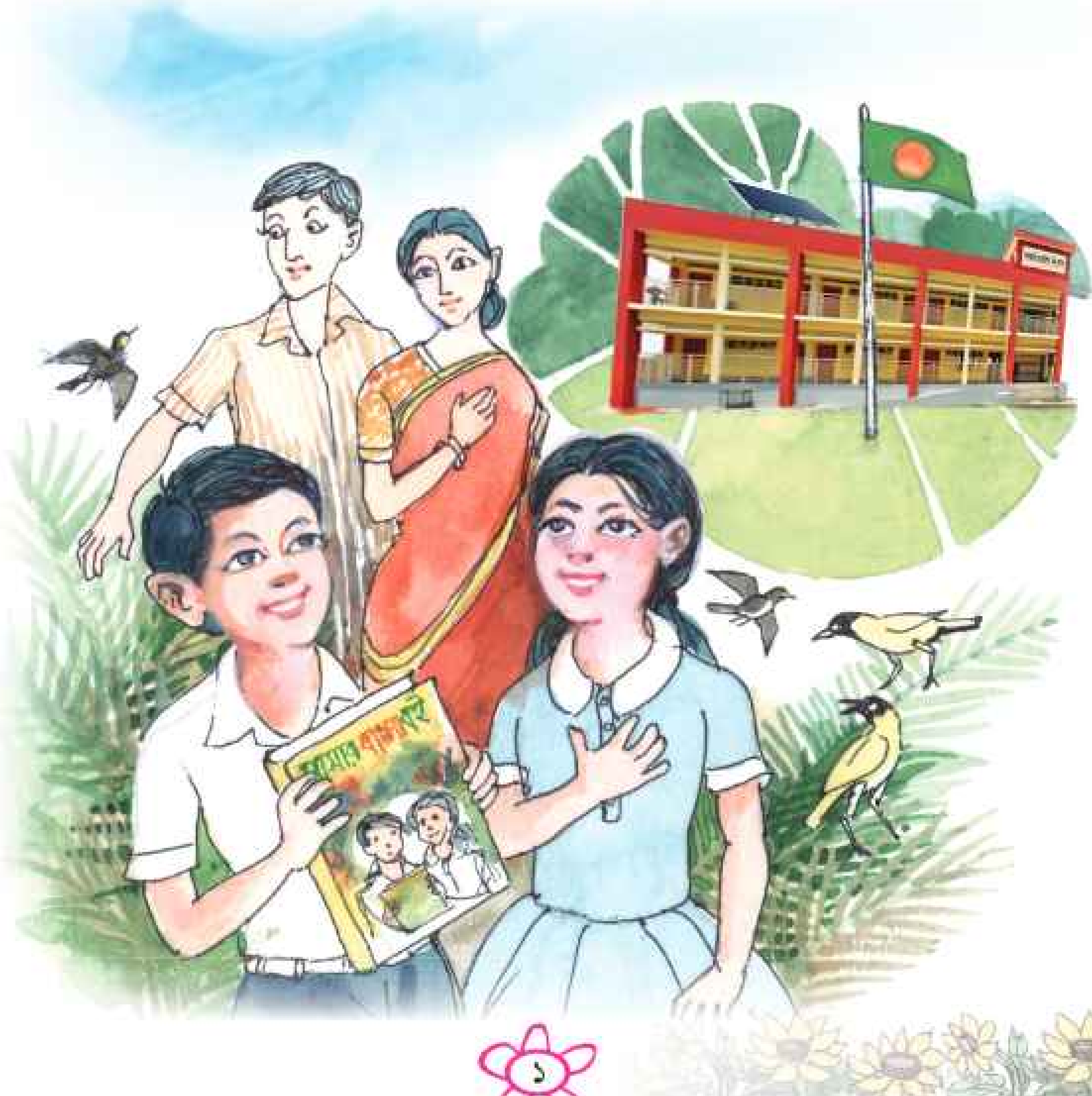

পাঠ ২

এসো রং করি ও আঁকি

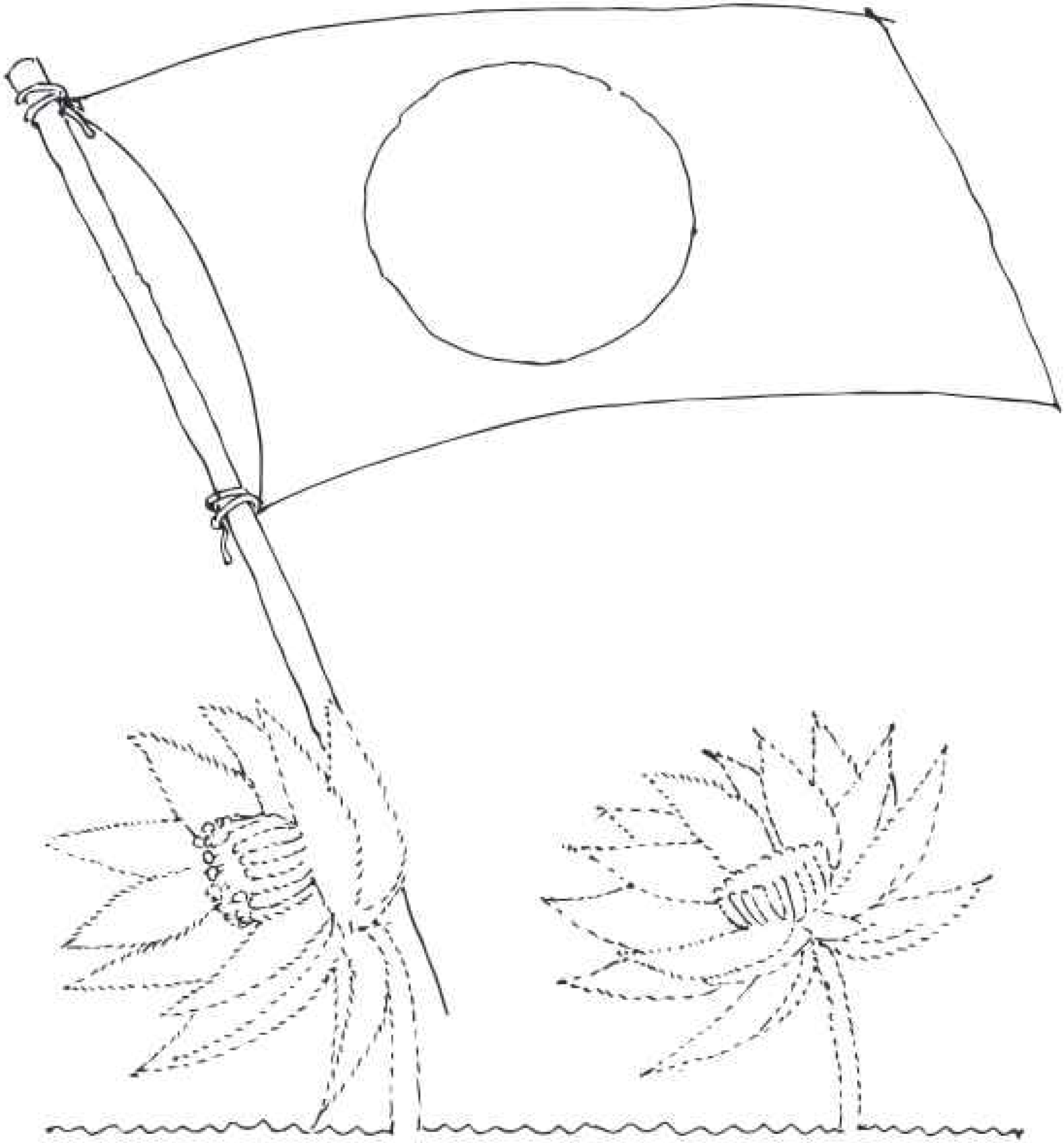

পাঠ ৩

আমি ও আমার বিদ্যালয়

শুনি ও বলি

খুশি আপা : কেমন আছ সবাই?
সবাই : ভালো আছি।
খুশি আপা : বিদ্যালয় কেমন লাগছে তোমাদের?
রাফি ও তুলি : খুব ভালো লাগছে, আপা।
খুশি আপা : কত নতুন নতুন বন্ধু, তাই না? অনেক ভালো লাগবে। তোমার নাম কী?
তপু : আমার নাম তপু।
খুশি আপা : তোমার নাম বলো।
তুলি : আপা, আমার নাম তুলি।
খুশি আপা : এবার তোমরা একজন একজন করে নিজের নাম বলো।

সহপাঠীদের সাথে পরিচিত হই। নিজের নাম বলি। নাম জানতে চাই।

পাঠ ৪

আমি ও আমার সহপাঠীরা

চলো পরিচিত হই

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

কথা বলি

– তোমার নাম কী?
– আমার নাম রাফি।
– তোমার নাম কী?
– আমার নাম তুলি।
– তোমার হাতে কী বই?
– আমার বাংলা বই।

শুনি ও বলি

মিলি : তোমার নাম কী ?
অভি : আমার নাম অভি।
মিলি : আমরা একসাথে পড়ি।
অভি : ওরাও আমাদের সাথে পড়ে?
মিলি : হ্যাঁ। ওরা হলো তুলি আর রাফি।
অভি : আমরা একসাথে খেলব।
সবাই : ঠিক। ঠিক। আর একসাথে পড়ব।

পাঠ ৫

আঁকাআঁকি

দাগ দিই ও রং করি

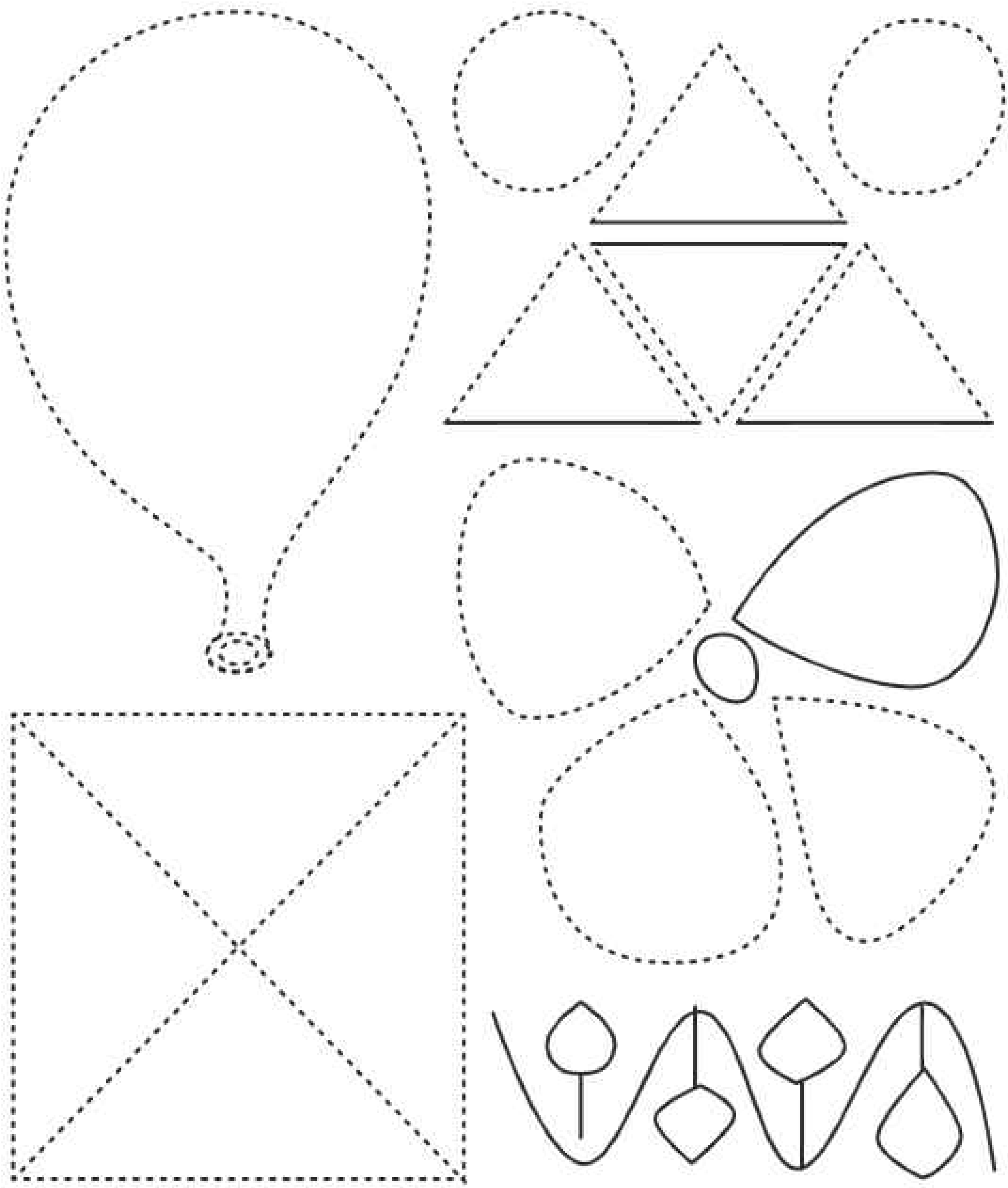

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

দাগ দিই ও রং করি

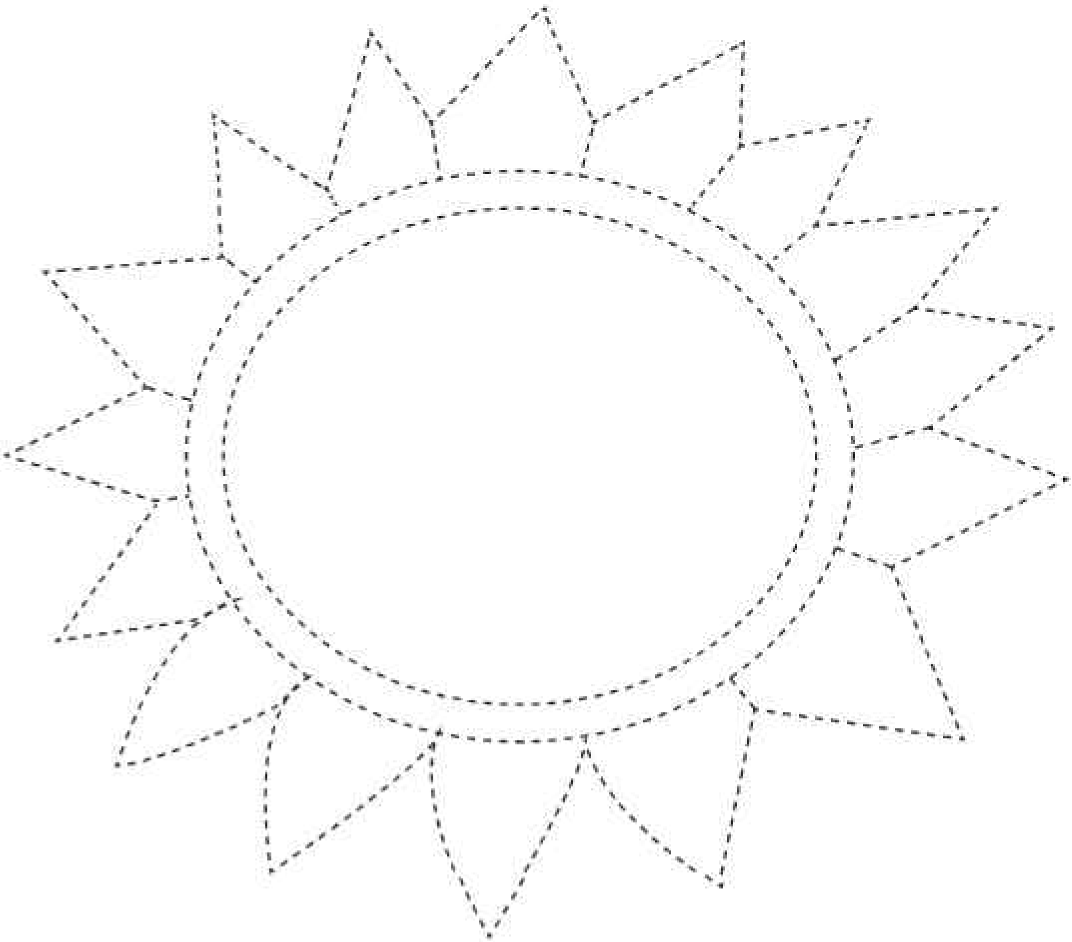

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৬

আমরা কী কী করি

শুনি ও বলি

শুনি ও বলি

সকালে উঠে আমরা কী কী করি?
আমরা কেন হাত মুখ ধুই?
আমরা কখন পড়তে বসি?
আমরা কখন খেলা করি?
আমরা কখন ঘুমাতে যাই?

পাঠ ৭

আঁকাআঁকি

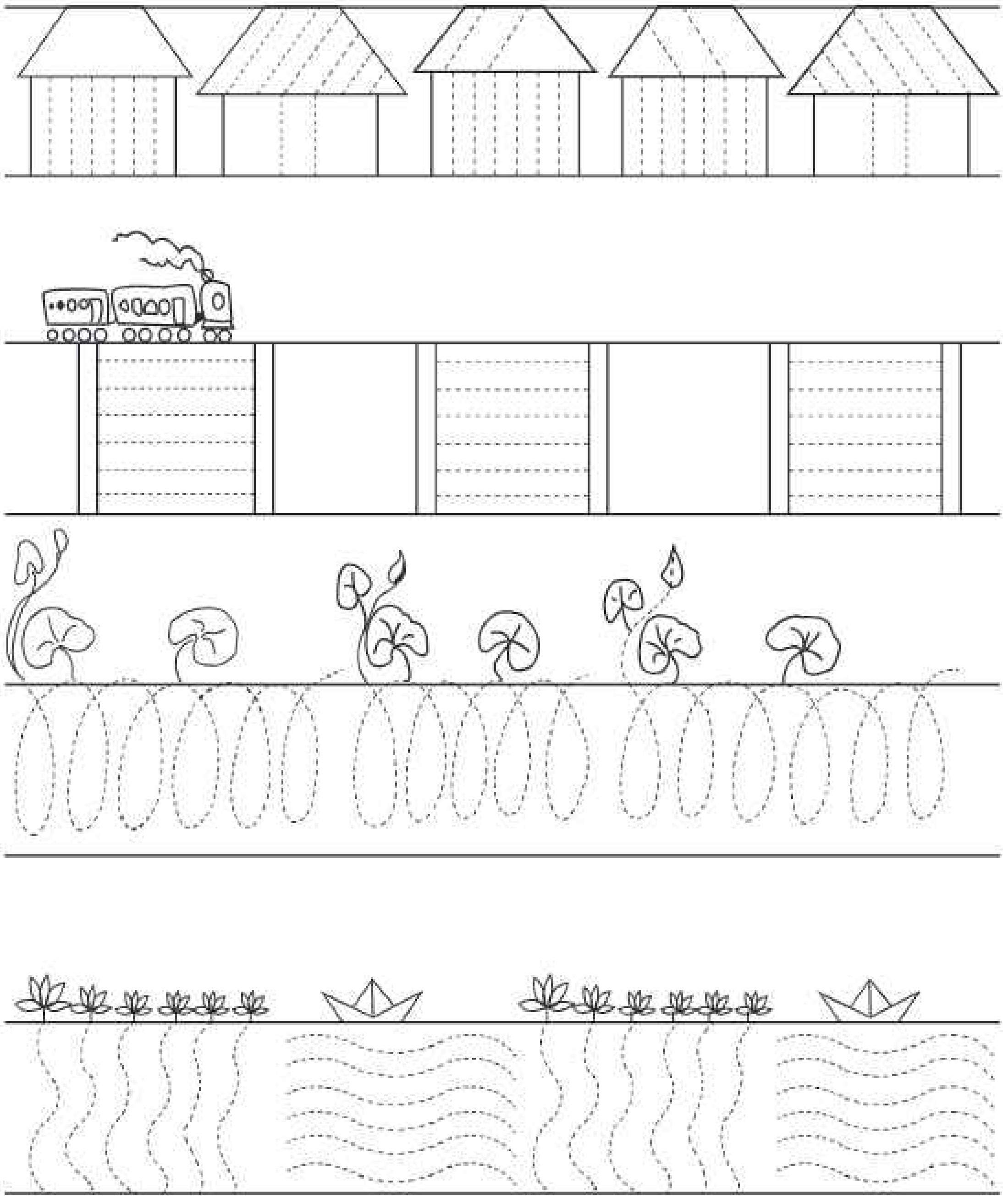

আঁকাআঁকি

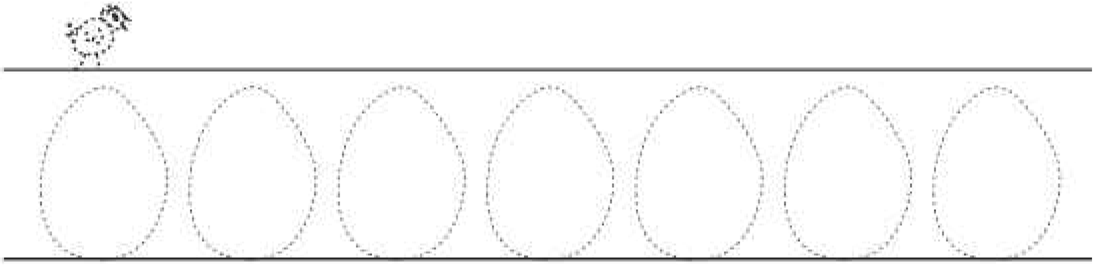

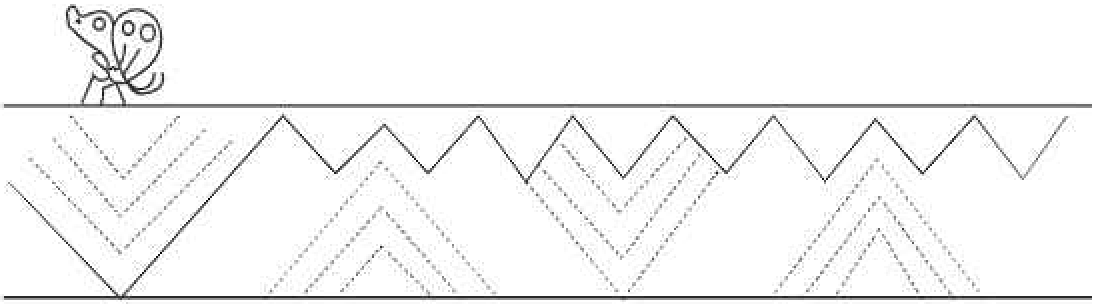

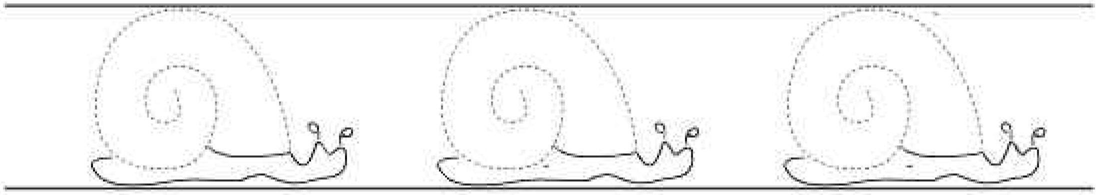

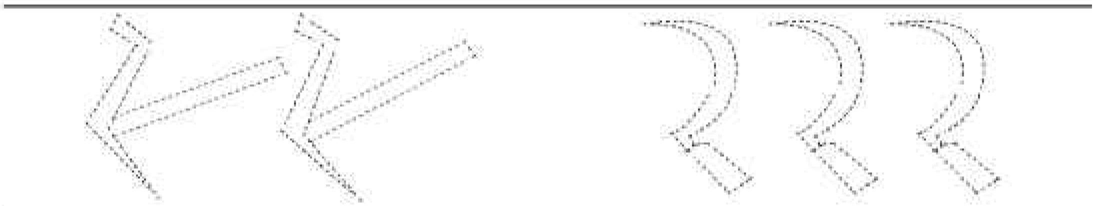

পাঠ ৮

শুনি ও বলি

ছড়া

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মউ।
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ।

ছবি দেখি ও নাম বলি

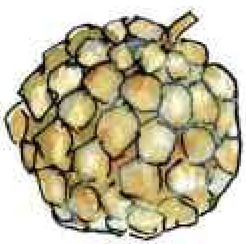

আতা ফল

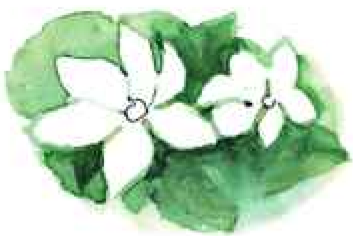

টগর ফুল

দোয়েল পাখি

নিজের জানা একটি ছড়া বলি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৯

শুনি ও বলি

বাঘ ও রাখাল

এক দেশে ছিল এক রাখাল।

সে মাঠে গরু চরাত।

গরু চরাত আর বাঁশি বাজাত।

তবু তার সময় কাটত না।

একদিন সে মজা করল।

সে গাছের আড়ালে লুকাল।

শিক্ষাবর্ষ ২০১৫

তারপর বলল, বাঘ এসেছে,
বাঘ এসেছে।

গ্রামবাসীরা দৌড়ে এল।

তাদের বোকা বানিয়ে সে খুব মজা পেল।

এ রকম সে অনেক দিন করল।

গ্রামবাসীরা খুব রাগ করল।

একদিন সত্যিই বাঘ এল।

রাখাল চিৎকার করল,
বাঘ, বাঘ, বাঘ!

এবার আর কেউ এল না।
বাঘ রাখালকে নিয়ে গেল।

রাখালকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পাঠ ১০

বর্ণ শিখি : অ আ

শুনি ও বলি

অশোক ফুল ফুটেছে ভাই। অশোক অ

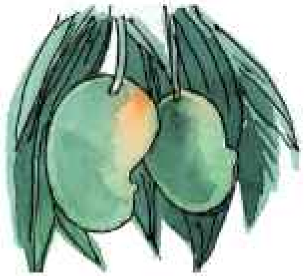

আম খেয়েছি। আতা চাই। আম আ

শুনি ও বলি

অশোক একটি ফুলের নাম।

আম একটি ফলের নাম।

পড়ি

অ আ

লিখি

অ 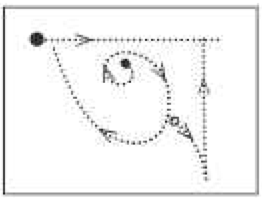 আ 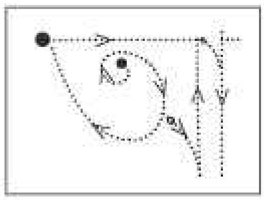

পাঠ ১১

বর্ণ শিখি : ই ঈ

শুনি ও বলি

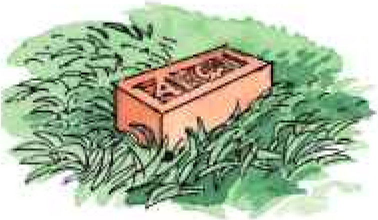

ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে। ইট ই

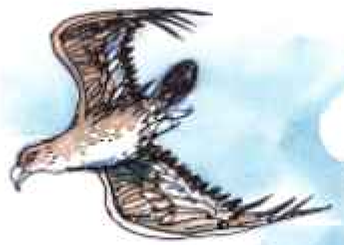

ঈগল ওড়ে ওই আকাশে। ঈগল ঈ

ইট দিয়ে ঘর বানাই।
ঈগল পাখি অনেক বড়।

পড়ি

ই ঈ

লিখি

ই		ঈ	

পাঠ ১২

বর্ণ শিখি : উ ঊ

শুনি ও বলি

উট চলেছে দলে দলে। উট **উ**

ঊর্মি দেখি সাগর জলে। ঊর্মি **ঊ**

শুনি ও বলি

উট একটা পশুর নাম।
ঊর্মি মানে ঢেউ।

পড়ি

উ **ঊ**

লিখি

উ 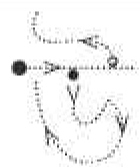 ঊ 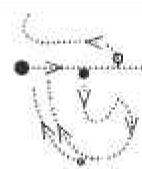

পাঠ ১৩

বর্ণ শিখি : ঋ

শুনি ও বলি

ঋতু আসে ঋতু যায়।
ফুল ফোটে পাখি গায়।
বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু।

ঋতু ঋ

পড়ি

ঋ

লিখি

ঋ

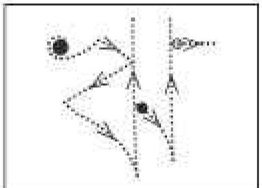

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

বর্ণ খুঁজে বের করি। গোল দাগ দিই।

ই ঊ অ ঈ আ উ ঋ

সাজিয়ে লিখি

ই ঊ অ ঈ আ উ ঋ

পাঠ ১৪

বর্ণ শিখি : এ ঐ

শুনি ও বলি

একতারা বাজে ওই।   একতারা   এ

ঐরাবত যায় কই?   ঐরাবত   ঐ

শুনি ও বলি

বাউলেরা একতারা বাজায়।
ঐরাবত মানে হাতি।

পড়ি

এ   ঐ

লিখি

এ	এ	ঐ	ঐ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১৫

বর্ণ শিখি : ও ঔ

শুনি ও বলি

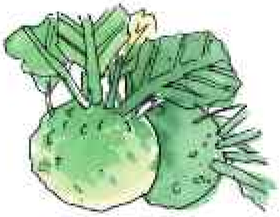

ওলকপি খাও। ওলকপি ও

ঔষধ দাও। ঔষধ ঔ

শুনি ও বলি

ওলকপি খেতে মজা।

অসুখ হলে ঔষধ খেতে হয়।

পড়ি

ও ঔ

লিখি

ও		ঔ	

পাঠ ১৬

স্বরবর্ণ

শুনি ও বলি

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

পড়ি আর রং করি

আ ঈ ঋ উ ঐ ঔ ঊ

আ ঈ ঋ উ

ঐ ঔ ঊ

শব্দগুলো শুনি। ঐ, ঋ, অ, উ, ঔ খুঁজে বের করি। গোল দাগ দিই।

অরুণ ঐরাবত ঋতু উট ঔষধ

সাজিয়ে লিখি

আ ঋ উ ই ঊ ঐ ঈ ঔ

অ এ ও

পাঠ ১৭

শুনি ও বলি

ইতল বিতল

সুফিয়া কামাল

ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা
বিষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা
ডোবায় ডোবে ব্যাঙের মাথা।

(অংশবিশেষ)

ছবি দেখি ও শব্দ বলি

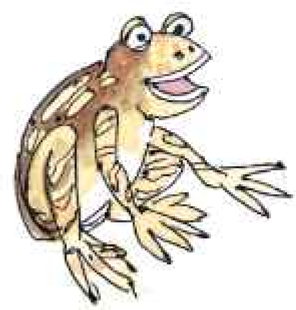

নিজের জানা একটি বৃষ্টির ছড়া বলি

পাঠ ১৮

কারচিহ্ন দেখি

আ	া		
ই	ি	ঈ	ী
উ	ু	ঊ	ূ
ঋ	ৃ		
এ	ে	ঐ	ৈ
ও	ো	ঔ	ৌ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১৯

বর্ণ শিখি : ক খ গ ঘ ঙ

শুনি ও বলি

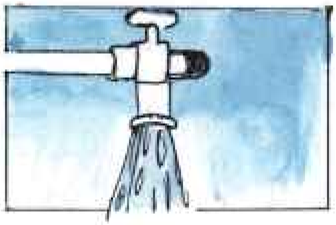

কল থেকে জল পড়ে। কল ক

খই খাই মজা করে। খই খ

গম ভেঙে আটা পাই। গম গ

ঘর থেকে মাঠে যাই। ঘর ঘ

লাঙল নিয়ে চলছে চাষি। লাঙল ঙ

চাষির মুখে মধুর হাসি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ছবি দেখি শব্দ বলি

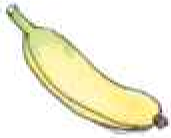

কলা

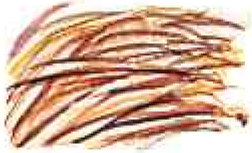

খড়

গয়না

ঘড়ি

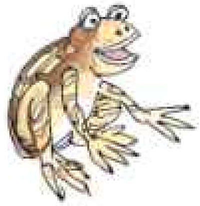

ব্যাঙ

শুনি ও বলি

আমি কলা খাই।
গরু খড় খায়।
মেয়েটি গয়না পরেছে।
ঘড়ি টিকটিক করে চলে।
ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ।

পড়ি

ক খ গ ঘ ঙ

লিখি

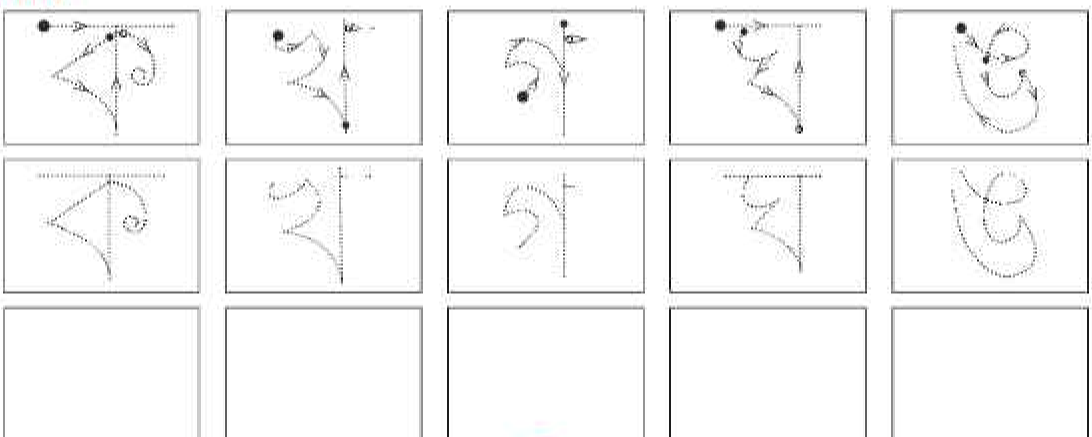

পাঠ ২০

বর্ণ শিখি : চ ছ জ ঝ ঞ

শুনি ও বলি

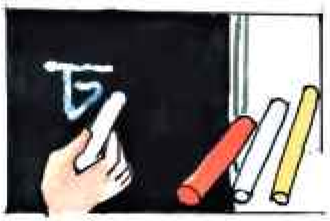

চক দিয়ে লেখা পড়ি। চক চ

ছন দিয়ে ঘর গড়ি। ছন ছ

জগ থেকে জল ঢালো। জগ জ

ঝড় আসে মেঘ কালো। ঝড় ঝ

মিঞ মিঞ ডেকে যায়
বিড়ালটা আঙিনায়। মিঞ ঞ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ছবি দেখি শব্দ বলি

চশমা

ছই

জল

ঝরনা

মিঞা

শুনি ও বলি

দাদু চশমা পরে।
নদীতে ছইওয়ালা নৌকা চলে।
জল পড়ে পাতা নড়ে।
ঝরনার পানি খুব সুন্দর।
মিঞা সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে চলেন।

পড়ি

চ ছ জ ঝ ঞ

লিখি

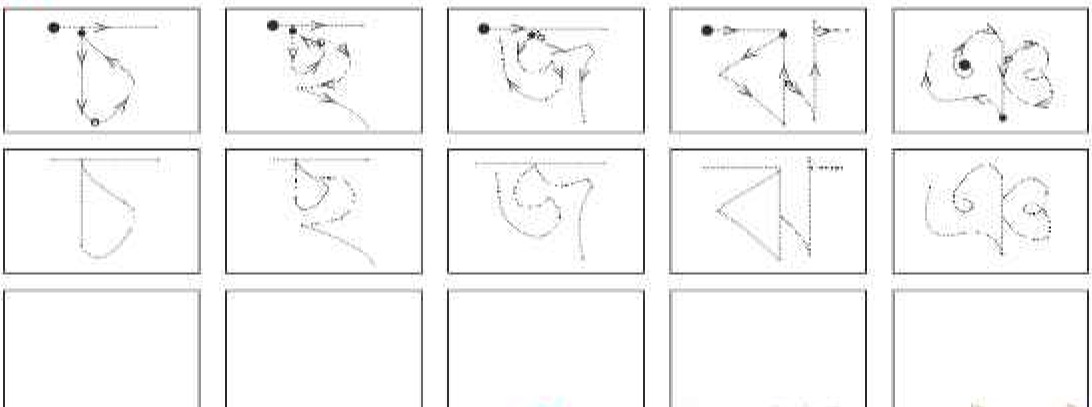

পাঠ ২১

আ-কার শিখি

আ-কার	া

কাক

া

কাক কাগজ

পাঠ ২২

ই-কার ঈ-কার শিখি

ই-কার	ি
ঈ-কার	ী

ঘি

ি

কীট

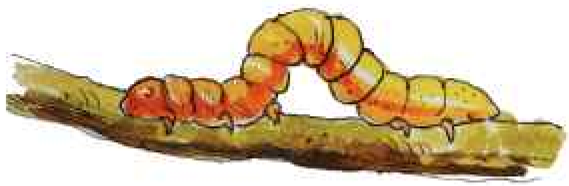

ী

ঘি কীট

পাঠ ২৩

বর্ণ শিখি : ট ঠ ড ঢ ণ

শুনি ও বলি

টব ভরা ফুল গাছে। টব **ট**

ঠোঙা ভরা মুড়ি আছে। ঠোঙা **ঠ**

ডাব আনি ঝুড়ি ভরে। ডাব **ড**

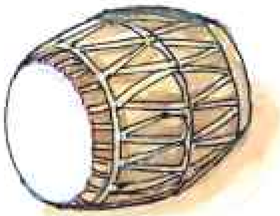

ঢাক বাজে জোরে জোরে। ঢাক **ঢ**

লবণ দিলে বাড়বে স্বাদ। লবণ **ণ**
বেশি দিলে খাবার বাদ।

ছবি দেখি শব্দ বলি

টমেটো

ঠোঁট

ডিম

ঢাল

হরিণ

শুনি ও বলি

টমেটো খেতে খুব মজা।
টিয়া পাখির ঠোঁট লাল।
পাখি ডিম পাড়ে।
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে।
হরিণ দেখতে খুব সুন্দর।

পড়ি

ট ঠ ড ঢ ণ

লিখি

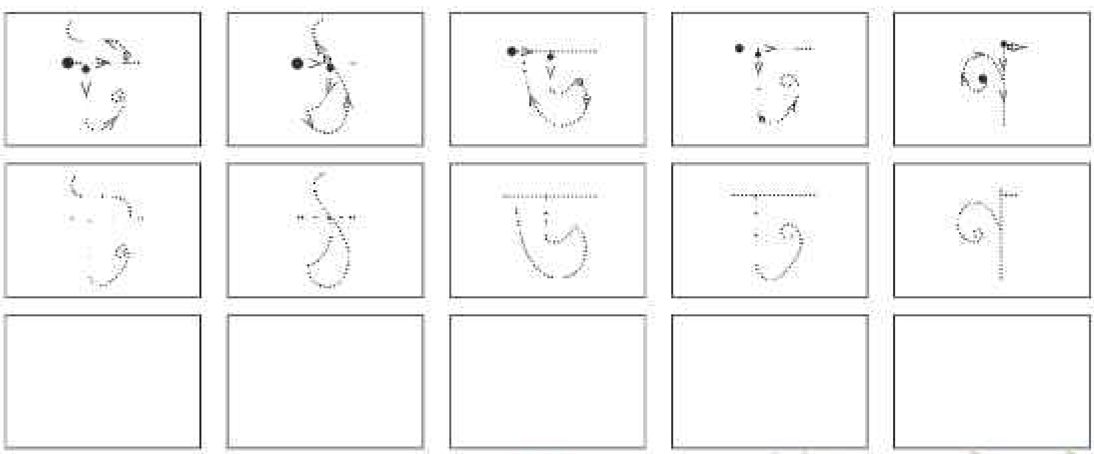

পাঠ ২৪

বর্ণ শিখি : ত থ দ ধ ন

শুনি ও বলি

তবলা আনো একটু বাজাই। তবলা **ত**

থলে নিয়ে বাজারে যাই। থলে **থ**

দই খাই মজা করে। দই **দ**

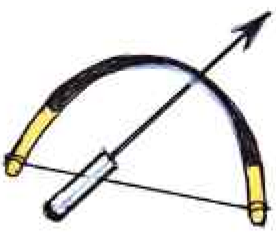

ধনুক দেখো একটু ধরে। ধনুক **ধ**

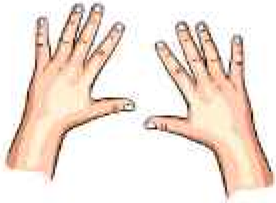

নখ কেটে ছোটো রাখি
হাত ধুয়ে ভালো থাকি। নখ **ন**

ছবি দেখি শব্দ বলি

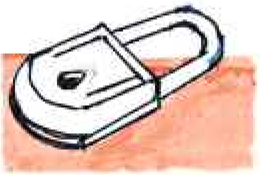

তালা

থালা

দড়ি

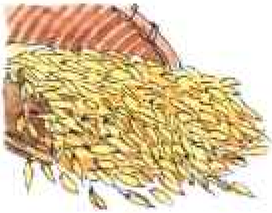

ধান

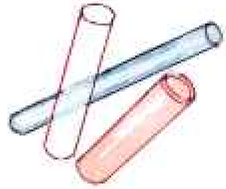

নল

শুনি ও বলি

তালা খুলতে চাবি লাগে।
আমি থালায় ভাত খাই।
দড়ি অনেক কাজে লাগে।
আমাদের অনেক রকম ধান আছে।
আমি নল দিয়ে গাছে পানি দিই।

পড়ি

ত থ দ ধ ন

লিখি

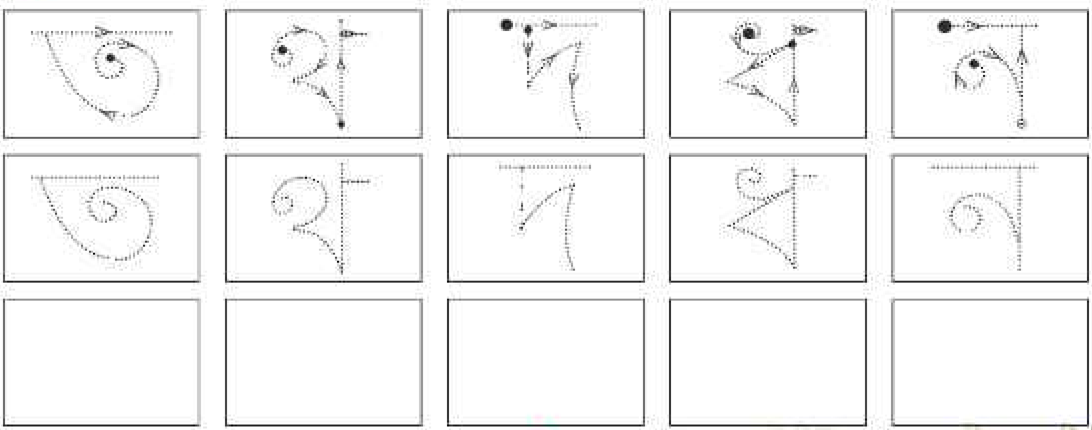

পাঠ ২৫

শুনি ও বলি

ট্রেন
শামসুর রাহমান

ঝক ঝকাঝক ট্রেন চলেছে
রাত দুপুরে অই।
ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই?
একটু জিরোয়, ফের ছুটে যায়
মাঠ পেরুলেই বন।
পুলের ওপর বাজনা বাজে
ঝন ঝনাঝন ঝন।

(অংশবিশেষ)

মুখে মুখে উত্তর বলি

ট্রেন কেমন শব্দ করে চলে?

মাঠ পেরুলেই কী?

এসো রং করি

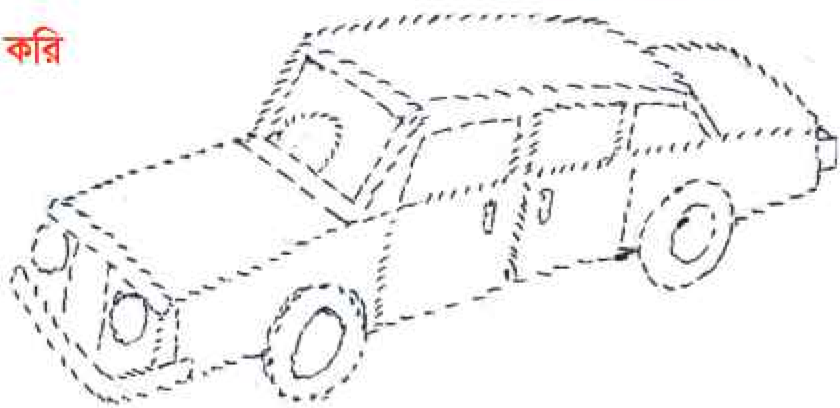

নিজের জানা একটি ছড়া বলি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৬

বর্ণ শিখি : প ফ ব ভ ম

শুনি ও বলি

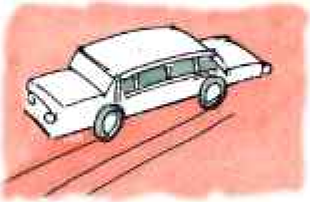

পথ দিয়ে চলে গাড়ি। পথ **প**

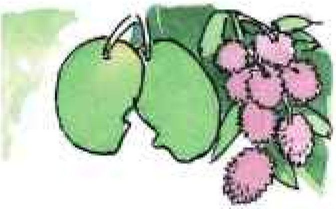

ফল কিনে যাব বাড়ি। ফল **ফ**

বক দূরে উড়ে যায়। বক **ব**

ভাইবোন ভাত খায়। ভাত **ভ**

মগ ভরে পানি নাও। মগ **ম**
ফুল গাছে পানি দাও।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ছবি দেখি শব্দ বলি

পাখি

ফড়িং

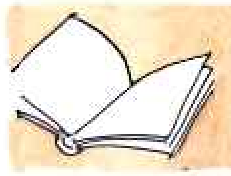

বই

ভালুক

মই

শুনি ও বলি

পাখিরা কিচিরমিচির করে ডাকে।
ফড়িং দেখতে খুব সুন্দর।
আমি বই পড়ি।
চিড়িয়াখানায় ভালুক আছে।
মই বেয়ে উপরে উঠি।

পড়ি

প ফ ব ভ ম

লিখি

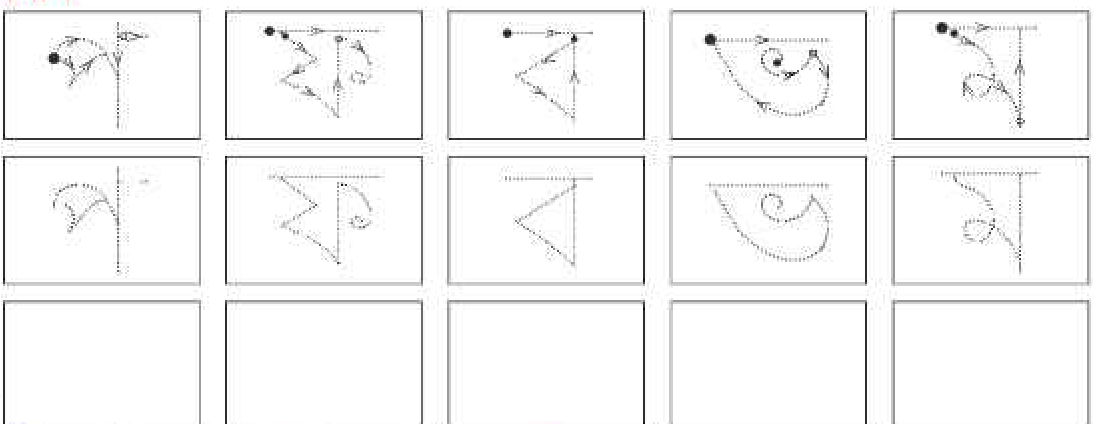

উ-কার ঊ-কার শিখি

উ-কার	ু
ঊ-কার	ূ

ঘুম

ু

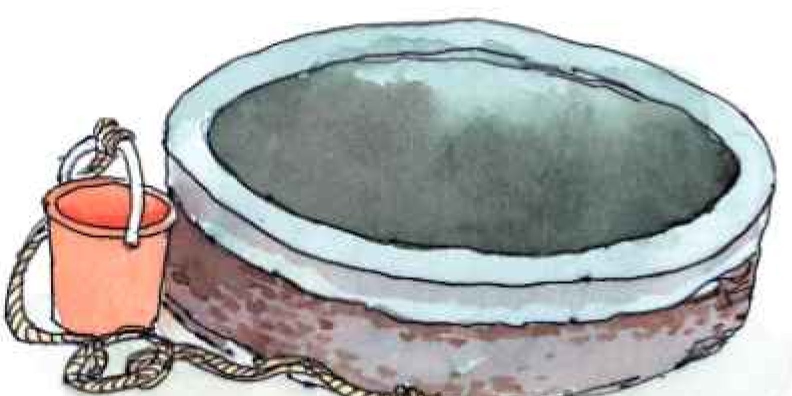

কূপ

ূ

ঘুম কূপ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৮

ঋ-কার শিখি

ঋ-কার	ৃ

ঘৃত

ৃ

তৃণ

ঘৃত তৃণ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৯

এ-কার ঐ-কার শিখি

এ-কার	ে
ঐ-কার	ৈ

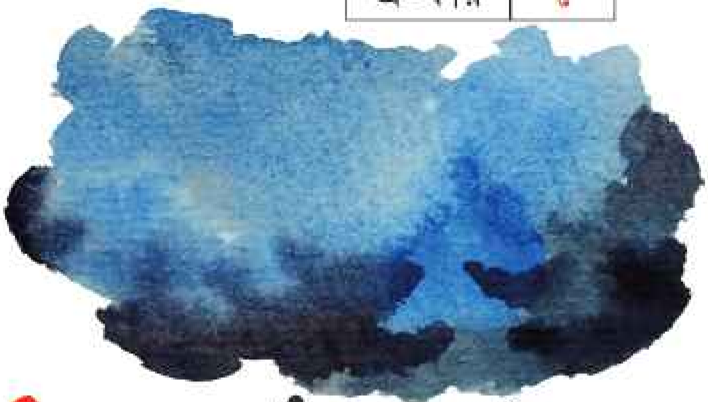

মেঘ

ে

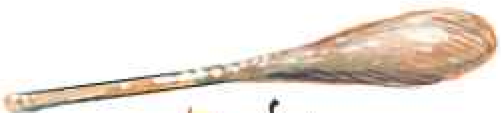

বৈঠা

ৈ

মেঘ বৈঠা

পাঠ ৩০

বর্ণ শিখি : য র ল

শুনি ও বলি

যব কেটে ভাইজান
আঁটি বেঁধে বাড়ি যান।

যব

য

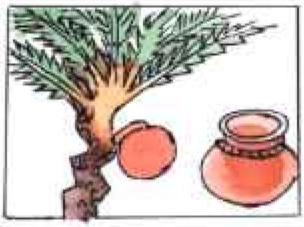

রস খেতে মজা ভারি
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি।

রস

র

লতা ওঠে লাঠি বেয়ে
অলি ছোটে মধু খেয়ে।

লতা

ল

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ছবি দেখি শব্দ বলি

যমজ

রবি

লাঠি

শুনি ও বলি

ওরা যমজ ভাই।

পুব আকাশে রবি ওঠে।

দশের লাঠি একের বোঝা।

পড়ি

য র ল

লিখি

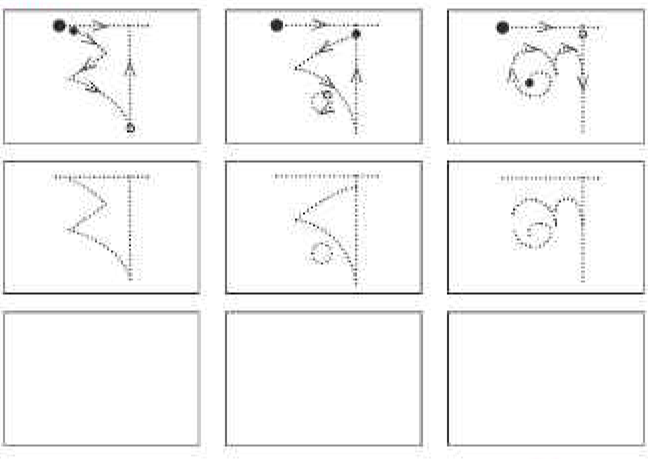

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৩১

ও-কার ঔ-কার শিখি

ও-কার	ো
ঔ-কার	ৌ

চোখ

ো

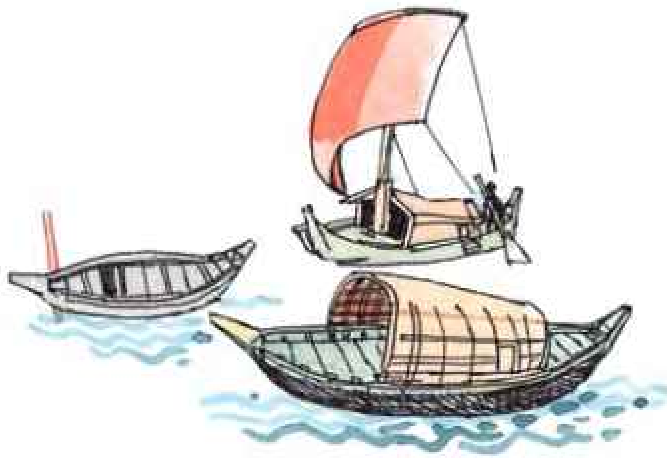

নৌকা

ৌ

চোখ নৌকা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৩২

বর্ণ শিখি : শ ষ স হ

শুনি ও বলি

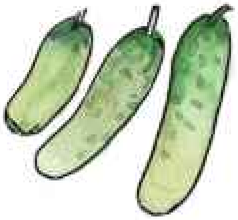

শসা কিনে বাড়ি আনে। শসা **শ**

মহিষ দিয়ে গাড়ি টানে। মহিষ **ষ**

সকাল বেলা সবাই জাগে। সকাল **স**

হাত ধোও খাওয়ার আগে। হাত **হ**

ছবি দেখি শব্দ বলি

শকুন

চাষি

সড়ক

হাতুড়ি

শুনি ও বলি

শকুন অনেক বড়ো পাখি।

চাষি ভাই চাষ করে।

সড়ক মানে রাস্তা।

হাতুড়ি অনেক কাজে লাগে।

পড়ি

শ ষ স হ

লিখি

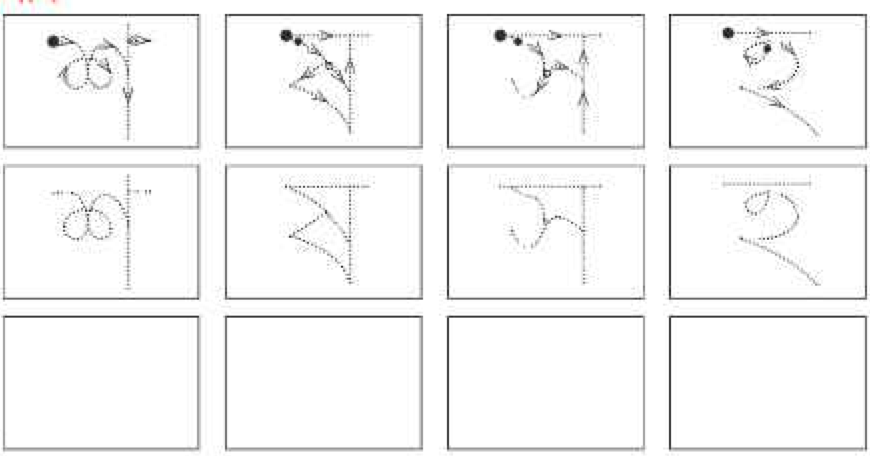

পাঠ ৩৩

বর্ণ শিখি : ড় ঢ় য় ৎ

শুনি ও বলি

ঝড় হলে লাগে ভয়। ঝড় **ড়**

আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়। আষাঢ় **ঢ়**

ময়না পাখি গান গায়। ময়না **য়**

উৎসবে ঘর সাজায়। উৎসব **ৎ**

ছবি দেখি শব্দ বলি

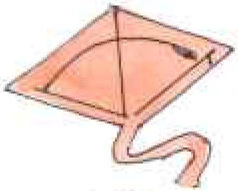

ঘুড়ি

আষাঢ়

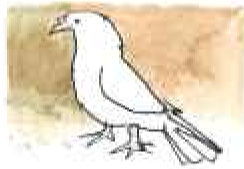

পায়রা

শরৎ

শুনি ও বলি

আমার ঘুড়ির রং লাল।
আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়।
পায়রা ডাকে বাক বাকুম।
শরৎকালে কাশ ফুল ফোটে।

পড়ি

ড় ঢ় য় ৎ

লিখি

পাঠ ৩৪

বর্ণ শিখি : ং ঃ ঁ

শুনি ও বলি

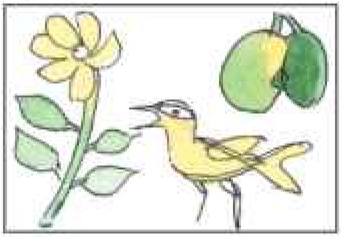

রং দিয়ে ছবি আঁকি।
ফুল ফল গাছ পাখি।

রং — ং

দুঃখ ভুলে সুখী হও।
জেনো তুমি একা নও।

দুঃখ — ঃ

চাঁদ উঠেছে ওই আকাশে।
চাঁদের সাথে খোকা হাসে।

চাঁদ — ঁ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ছবি দেখি শব্দ বলি

ফড়িং

দুঃখ

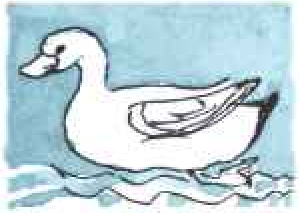

হাঁস

শুনি ও বলি

ফড়িং ফুলের বনে উড়ে বেড়ায়।
সে খুব দুঃখ পেয়েছে।
হাঁস প্যাক প্যাক করে ডাকে।

পড়ি

ং ঃ ঁ

লিখি

পাঠ ৩৫

ছবি দেখি শব্দ বানাই

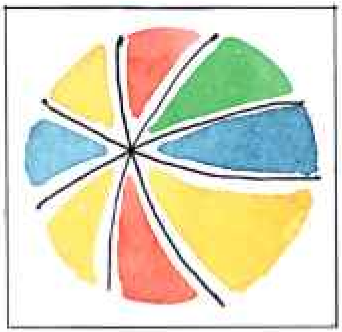

	ল				ই	
ব	ই			ম	গ	
	ক					

পাঠ ৩৬

এসো পড়ি ও লিখি

কাক — কাক ডাকে।
ঘি — ঘি কিনি।
নীল — নীল আকাশ।

পড়ি ও লিখি

কাক	ঘি	নীল
কাক	ঘি	নীল
কাক	ঘি	নীল

লিখি

আমি নদী দেখি।

পাঠ ৩৭

এসো পড়ি ও লিখি

ফুল — হলুদ ফুল
ময়ূর — ময়ূর নাচে
তৃণ — তৃণ সবুজ

পড়ি ও লিখি

ফুল	ময়ূর	তৃণ
ফুল	ময়ূর	তৃণ
ফুল	ময়ূর	তৃণ

লিখি

আমি ফুল তুলি।

পাঠ ৩৮

এসো পড়ি ও লিখি

মেঘ	মেঘ ডাকে।
শৈবাল	শৈবাল ভাসে।
ভোর	ভোর হয়েছে।
নৌকা	নৌকা চলে।

পড়ি ও লিখি

মেঘ শৈবাল ভোর নৌকা

মেঘ শৈবাল ভোর নৌকা

মেঘ শৈবাল ভোর নৌকা

লিখি

নদীতে শৈবাল ভাসে।

পাঠ ৩৯

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	
ং	ঃ	ঁ		

বর্ণ সাজিয়ে লিখি

গ	ঙ	খ	ক	ঘ
ঞ	জ	ছ	ঝ	চ
ঠ	ঢ	ট	ণ	ড
ত	দ	ন	থ	ধ
ফ	ব	প	ম	ভ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শুনি ও বলি

মামার বাড়ি

জসীমউদ্‌দীন

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা,
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙিন করি মুখ।

(অংশবিশেষ)

মুখে মুখে উত্তর বলি

ফুলের মালা গলায় দিয়ে ছেলে মেয়েরা কোথায় যেতে চায়?
কখন আম কুড়াতে সুখ?
তুমি মামার বাড়ি গিয়ে কী কী করো?
কবিতাটি নিজের মতো বলো।

পরের চরণটি বলি

ফুলের মালা গলায় দিয়ে

.... ।

পাকা জামের শাখায় উঠি

.... ।

নিজের জানা আরেকটি ছড়া বলি

ফুলে ইচ্ছামতো রং করি

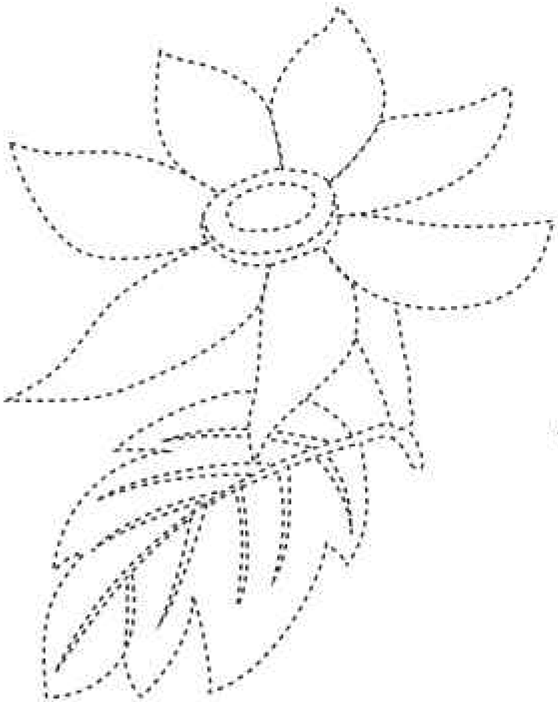

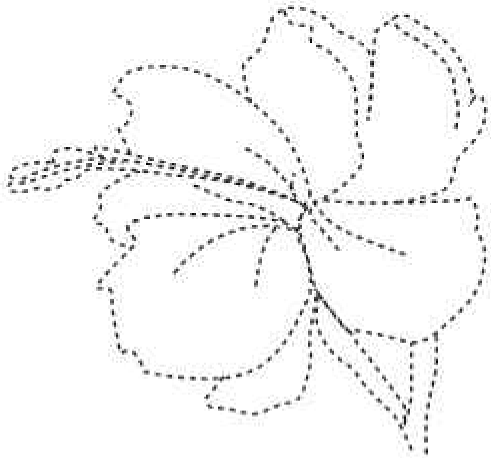

পাঠ ৪১

তুলির ঘর

তুলির ঘর। ঘরে অনেক কিছু আছে। দেখি তো ঘরে কী কী আছে।

ছবি দেখি। দেখে শব্দ লিখি।

১. .... ২. ....

৩. .... ৪. ....

৫. .... ৬. ....

৭. .... ৮. ....

৯. .... ১০. ....

ভোর হলো

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠো রে!
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটো রে!
খুলি হাল
তুলি পাল
ঐ তরি চলল,
এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুলল!
আলসে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

(অংশবিশেষ)

কবিতাটি বলি

দেখে দেখে কবিতার চরণ লিখি।

দাগ টেনে শব্দের সাথে শব্দ মেলাই।

চাঁদ	খুলল
খুলি	কপালে
চোখ	মামা
টিপ	হাল

পাঠ ৪৩

পড়ি ও লিখি

পড়ি

পাখি গান গায়।

দূরে উড়ে যায়।

গান গেয়ে পাখি

করে ডাকাডাকি।

পড়ি

পাখিরা গান গায়।

পাখিরা দূরে উড়ে যায়।

পাখিরা গান গায় আর

ডাকাডাকি করে।

শব্দ বসাই

পাখি গান গায়।

উড়ে উড়ে .... । (যায়/খায়)

ওই দেখো গাছ।

জলে ভাসে .... । (মাছ/ঘড়ি)

আকাশের গায়।

মেঘ উড়ে .... । (চায়/যায়)

পড়ি

ভোর হলো। রোদ উঠেছে। হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। এবার কিছু খাব। মা মুড়ি খেতে দিলেন। আমি এখন পড়তে বসব। পড়া শেষ হলে গোসল করব। তারপর স্কুলে যাব।

নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি

এখন .... । রোদ নেই। মাঠে .... ।

সবাই মিলে .... ।

আজ সকালের কথা নিজের মতো লিখি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৪৪

যেতে যেতে পড়ি

পড়ি

তুলি পথে যেতে যেতে পড়ে। তুলি দেয়ালের লেখা পড়ে। তুলি সাইনবোর্ডের লেখা পড়ে। তুলি হাতের লেখা পড়ে। চলো দেখি, তুলি কী কী পড়ছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শহিদ মিনার

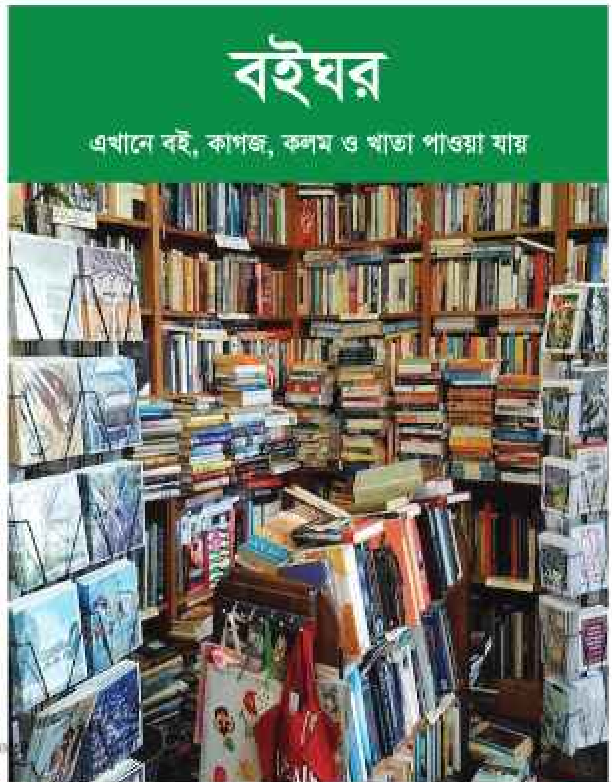

পাঠ ৪৫

সাত দিনের কথা

সাত দিনে এক সপ্তাহ। সাত দিনের সাতটি নাম। রাফি একটা ট্রেনের সামনে বসে আছে। তার কাছে দিনগুলোর নাম শুনি।

আমরা সাত দিনে অনেক কাজ করি। কখনো পড়ি, কখনো খেলি। কোনোদিন একেবারে ছুটি।

রাফি সাত দিনে অনেক কাজ করে। গান শোনে, গান শেখে। ছবি আঁকে। সাইকেল চালায়। মাঠে খেলতে যায়। ছড়ার বই পড়ে। কাগজ কেটে ফুল বানায়। ছুটির দিনে বেড়াতে যায়।

যুক্তবর্ণ শিখি

সপ্তাহ	প্ত	প	ত
ট্রেন	ট্র	ট	র
মঙ্গলবার	ঙ্গ	ঙ	গ
বৃহস্পতিবার	স্প	স	প
শুক্রবার	ক্র	ক	র

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

বারের নাম বলি ও লিখি। কোন দিনে কী কাজ করি তা লিখি।

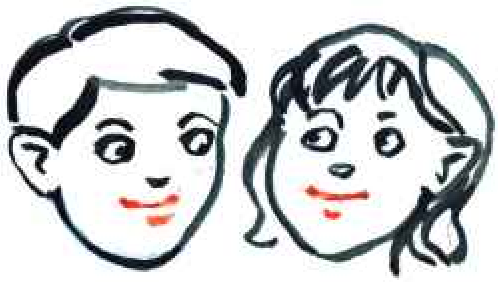

বার		কাজ
রবিবার	→	
	→	
মঙ্গলবার	→	
	→	
বৃহস্পতিবার	→	
	→	
শনিবার	→	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৪৬

পিঁপড়া ও পায়রার গল্প

শুনি ও পড়ি

এক নদীর ধারে একটা ছোটো পিঁপড়া বাস করত। একদিন তার খুব পানির পিপাসা পেল। সে পানি খেতে নদীর ধারে গেল। নদীতে অনেক ঢেউ ছিল। পিঁপড়াটি নদীর ঢেউয়ে ভেসে গেল।

নদীর পাড়ে একটা বড়ো গাছ ছিল। সেই গাছে একটা বড়ো পায়রা বাস করত। পায়রাটি দেখতে পেল, পিঁপড়াটি পানিতে ভেসে যাচ্ছে। সে তখন গাছ থেকে একটি পাতা ফেলে দিল। পিঁপড়াটি পাতার উপর উঠে বসল। এরপর ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙার কাছে চলে এল। এভাবে পিঁপড়াটি বেঁচে গেল। তখন পায়রা আর পিঁপড়া খুব বন্ধু হলো।

একদিন পিঁপড়াটি দেখল, গাছের নিচে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে তীর-ধনুক। লোকটা তীর-ধনুক নিয়ে পায়রাটিকে মারতে গেল। তখন পিঁপড়াটি লোকটার পায়ে অনেক জোরে কামড় দিল। লোকটা পায়ের ব্যথায় উঃ উঃ করতে লাগল। তখন লোকটার ধনুক থেকে তীর ছুটে গেল। কিন্তু তীরটা পায়রার গায়ে লাগল না। তীরটা গিয়ে গাছের ডালে লাগল। পায়রাটি সাথে সাথে উড়ে গেল। এভাবে একটা ছোটো পিঁপড়া একটা বড়ো পায়রার জীবন বাঁচাল।

বলি

কে ছোটো, পিঁপড়া না পায়রা?
কে বড়ো, পিঁপড়া না পায়রা?
পিঁপড়া কেমন করে বাঁচতে পারল?
পায়রা কেমন করে বাঁচতে পারল?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৪৭

আজকের দিন

শুনি ও পড়ি

আজ অনেক রোদ। খুব গরম লাগছে।

অনেক মেঘ করেছে। আজ মেঘলা দিন।

এখন অনেক বাতাস। ঝড় আসছে।

শীতকালে শীত লাগে। গরম কাপড় গায়ে দিই।

খুব চমৎকার দিন। চলো, বেড়াতে যাই।

শিক্ষাবর্ষ ২০১৬

বলি

আজকের দিনটি কেমন?

ঝড়ের দিনে কী হয়?

শীতে গরম কাপড় পরতে হয় কেন?

কেমন দিন তোমার ভালো লাগে?

নিচের বামপাশের শব্দগুলোর সাথে ডানপাশের শব্দগুলোর মিল করো

নদী	গান
পাখি	নৌকা
সবুজ	বাতাস
ঝড়	বিছানা
ঘুম	পাতা

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

(অংশবিশেষ)

কবিতাটি পড়ি

না দেখে কবিতার চারটি চরণ লিখি

শব্দগুলো দিয়ে বাক্য বলি ও লিখি

ছুটি ....

বন ....

পথ ....

খালি জায়গায় শব্দ লিখি

মেঘের কোলে .... হেসেছে।

পথ হারিয়ে কোন .... যাই।

ফাঁকা জায়গায় চরণটি লিখি

....

বাদল গেছে টুটি।

....

সকল ছেলে জুটি।

ছুটির দিনে আমি কী কী করি তা নিয়ে তিনটি বাক্য লিখি

শিক্ষাবর্ষ ২০১৩

পাঠ ৪৯

আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশে অনেক নদী আছে। নদীতে নৌকা চলে। পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে।

এ দেশের আকাশ নীল। আকাশে সাদা মেঘ উড়ে বেড়ায়। রাতে চাঁদ ওঠে। খুব ভালো লাগে।

এ দেশের পাহাড় সবুজ। ফসলের মাঠ সবুজ।

মাঠে মাঠে ধান হয়। খালের পানিতে মাছ ভেসে বেড়ায়।

ভোর বেলায় দোয়েল ডাকে। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

আমাদের দেশ খুব সুন্দর।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

আমাদের দেশ সম্পর্কে বলি

যুক্তবর্ণ শিখি

আনন্দ ন্দ

ন	দ

খালি ঘরে লিখি

আমাদের দেশের নাম ....।

এ দেশের আকাশ ....।

খালের পানিতে ভেসে বেড়ায় ....।

আমাদের জাতীয় পাখির নাম ....।

আরও লিখি

লাল ....। (যেমন : লাল জামা, লাল কলম)

সবুজ ....।

হলুদ ....।

নীল ....।

সাদা ....।

কালো ....।

বলি

আমার দেশকে কেন ভালো লাগে?

লিখি

আমাদের দেশ নিয়ে তিনটি বাক্য লিখি

১. ....

২. ....

৩. ....

পাঠ ৫০

মাছের রাজা

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ইলিশ মাছের রং রুপালি। ইলিশ মাছ সাগরে থাকে। ডিম দেয়ার সময়ে নদীতে আসে। ইলিশ হলো মাছের রাজা। ইলিশ ভাজা খেতে মজা। আমি ইলিশ মাছ খাই। মা ইলিশ মাছ খায়। বাবা ইলিশ মাছ খায়। আমরা সবাই ইলিশ মাছ খাই।

বলি ও লিখি

আমাদের জাতীয় মাছ কোনটি?

রুই/ইলিশ/বোয়াল .... ।

ইলিশ কোথায় থাকে?

সাগরে/পুকুরে/বিলে .... ।

ইলিশকে কী বলা হয়?

মাছের রাজা/মাছের রানি/মাছের উজির .... ।

পাঠ ৫১

সংখ্যা শিখি

একটি আঙুল — ১

দুইটি চোখ — ২

তিনটি কলম — ৩

চারটিতে এক হালি — ৪

পাঁচটি পুতুল — ৫

ছয় ঋতুর বাংলাদেশ — ৬

সাত জন বীরশ্রেষ্ঠ — ৭

আটটি গ্রহ — ৮

নয়টা বাজে ৯

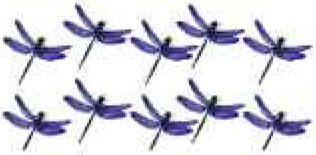

দশটি ফড়িং ১০

এগারো জনে ফুটবল দল। ১১

বাংলা বার মাসের নাম			
বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ
ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ
পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র

বারো মাসে এক বছর ১২

তেরোটি পাখি ১৩

চৌদ্দটি বই ১৪

পনেরোটি লেবু ১৫

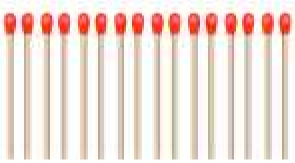

ষোলোটি কাঠি ১৬

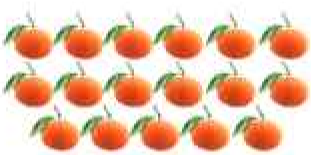

সতেরোটি কমলা ১৭

আঠারোটি বল ১৮

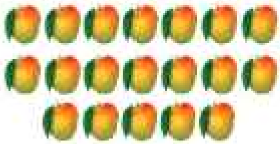

উনিশটি আম ১৯

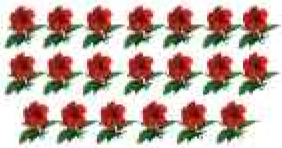

বিশটি ফুল ২০

যুক্তবর্ণ শিখি

চৌদ্দ দ্দ | দ | দ |

বানান করে লিখি

৮ .... ১৩ .... ২০ ....

সংখ্যায় লিখি

পাঁচ .... দশ .... আঠারো ....

ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যাটি বানান করে লিখি

তিন		পাঁচ		সাত

নয়		এগারো		তেরো

ষোলো	সতেরো		উনিশ	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৫২

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

শুনি ও পড়ি

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। অনেক বড়ো যুদ্ধ। সেই যুদ্ধকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি।

তখন আমাদের দেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। পাকিস্তানি মিলিটারি ২৫শে মার্চ আমাদের ওপর হামলা করে। অনেক মানুষ মেরে ফেলে। অনেক ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ২৬শে মার্চ এদেশের মানুষ যুদ্ধ শুরু করে। দেশের জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযোদ্ধারা অনেক কষ্ট করেছেন। ৯ মাস ধরে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ করতে করতে অনেকে মারা গেছেন। দেশের জন্য যুদ্ধ করে যাঁরা মারা যান তাঁরা শহিদ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা হেরে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

শব্দ শিখি

যুদ্ধ – লড়াই।

শহিদ – যাঁরা দেশ বা ধর্মের জন্য কাজ করতে গিয়ে মারা যান।

মুক্তিযোদ্ধা – যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেন।

জেনে রাখি

২৬শে মার্চ – বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

১৬ই ডিসেম্বর – বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

বলি

মুক্তিযোদ্ধারা কয় মাস ধরে যুদ্ধ করেছেন?

আমাদের স্বাধীনতা দিবস কোনটি?

আমাদের বিজয় দিবস কোনটি?

যুক্তবর্ণ শিখি

পাকিস্তানি	স্ত	স	ত
মুক্তি	ক্ত	ক	ত
যুদ্ধ	দ্ধ	দ	ধ
ডিসেম্বর	ম্ব	ম	ব
কষ্ট	ষ্ট	ষ	ট

পাঠ ৫৩

শব্দ নিয়ে খেলা

অভি ক বর্ণ দিয়ে একটি শব্দ বললো। শব্দটি হলো কলম। কলমের শেষ বর্ণ ম। তুলি ম দিয়ে একটি শব্দ বললো। সেটি হলো ময়ূর। ময়ূরের শেষ বর্ণ র। রাফি র দিয়ে একটি শব্দ বললো। সেটি হলো রাত। মিলি বললো ত দিয়ে বানানো শব্দ। সেটি হলো তাল। এখন তুমি ল দিয়ে একটি শব্দ বলো। এভাবে তোমরা খেলাটি চালিয়ে যেতে পারো।

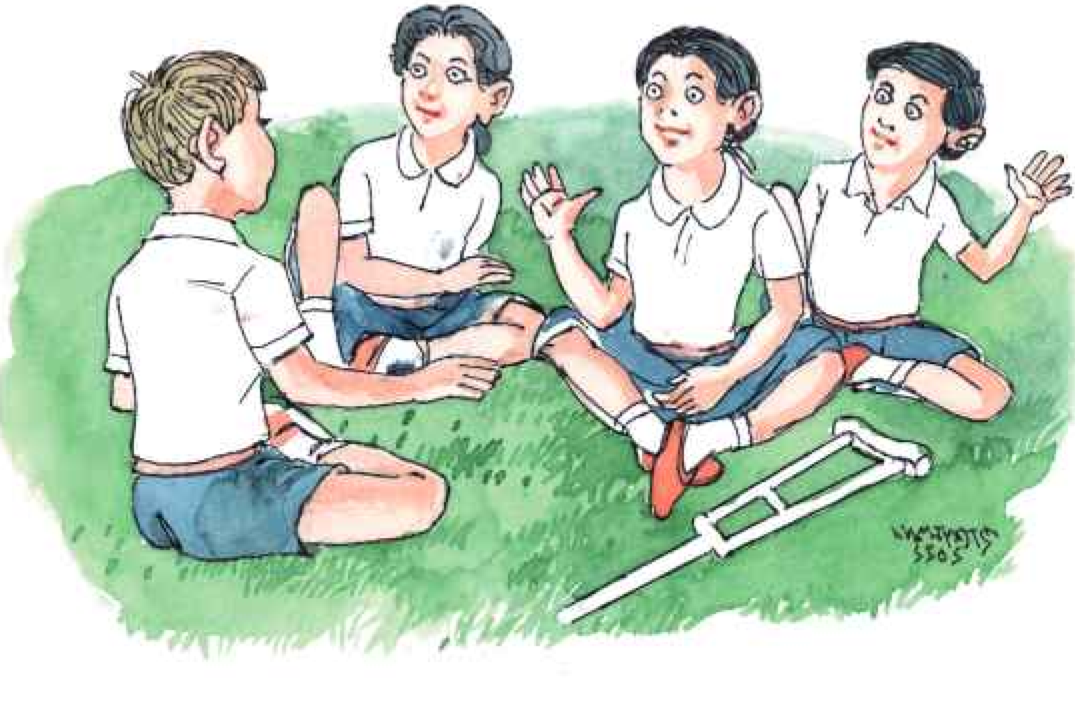

পাঠ ৫৪

আমার ঠিকানা

বলি ও লিখি

শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে নিচের ছক পূরণ করো

নাম	
মায়ের নাম	
বাবার নাম	
গ্রামের নাম/ বাসা নম্বর	
ডাকঘর	
থানা/উপজেলা	
জেলা	

সমাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

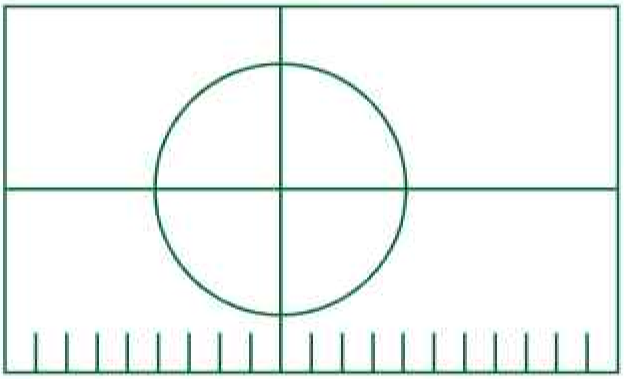

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' x $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, প্রথম শ্রেণি–বাংলা

বড়োদের সম্মান করো।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য